APR. 23 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিভিন্ন সরকারি কলেজের পদায়ন ও বদলির নীতিমালা পুনর্বিবেচনার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিমমাঃ ৮/২এ-১১/৯৯/৩২৭/১ (৫০) তারিখঃ ১৬-৩-২০০২ স্মারকমূলে বিভিন্ন সরকারি কলেজে পদায়ন ও বদলির নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত এ নীতিমালা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ; কিন্তু এ নীতিমালার কিছু কিছু ধারা সুসমন্বিত এবং সুচিন্তিতভাবে প্রণীত হয়নি। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের প্রতি সমান আচরণ করা হয়নি বিধায় অনেক মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল কর্মকর্তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। যা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ নীতিমালার কয়েকটি বিষয় আলোচনা করলে এর ত্রুটিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমত এ নীতিমালার 'ক' অনুচ্ছেদের ১১ ধারায় বলা হয়েছে, 'সম্মান ও মাস্টারস কোর্সবিহীন কলেজে দীর্ঘকাল কর্মরত শিক্ষকদের সাধারণত সম্মান ও মাস্টারস পর্যায়ের কলেজে পদায়ন করা হবে না'। এখানে 'দীর্ঘকাল' শব্দটি ব্যাখ্যা করা হয়নি। ফলে এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রদত্ত মেধা তালিকা অনুযায়ী পদায়ন করা হয়নি। এধরনের কোন নীতিমালাও ছিল না। ফলে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকারীকে পদায়ন করা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ের কলেজে আর অন্যদিকে মেধা তালিকায় যার অবস্থান '৬০' তাকে পদায়ন করা হয়েছে 'গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ কলেজে'। ১৪শ' ও ১৬শ' (বিশেষ) বিসিএস-এর পদায়ন বইতে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে।

পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে পূর্ব এধরনের নীতিমালার অনুপস্থিতিতে যে কর্মকর্তাকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) কলেজে পদায়ন করা হলো এবং দীর্ঘকাল ওই কলেজে অবস্থান করতে হচ্ছে কেন তাকে অনার্স ও মাস্টারস কলেজে বদলি করা যাবে না বা বদলিযোগ্য বিবেচিত হবে না তা বোধগম্য নয়। পিএসএসসি-এর 'মেধা তালিকা' ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ'-এর যদি কোন মূল্যই না থাকে তবে কেন এ মেধা তালিকা? অথচ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে নায়েমের মেধা তালিকাকে। বদলি সংক্রান্ত বিধি (পারসনাল ম্যানুয়েল ৭.০১ ও ৭.০২)-২ অনুযায়ী 'কোন বদলিযোগ্য পদে একজন বেসামরিক সরকারি কর্মচারী একাদিক্রমে ৩ বছরের অধিককাল চাকরি করিবেন না।' বদলি সংক্রান্ত এ বিধি অনুসরণ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজেই এ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে।

এ নীতিমালার 'ঘ' অনুচ্ছেদে দেশের সকল কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারি কলেজের সকল পদমর্যাদার শিক্ষকের পদায়ন, বদলির জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার সভাপতি ও সদস্যগণ হচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব, উপাচার্য (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), মহাপরিচালক (মাউশি), যুগ্ম-সচিব (কলেজ) এবং উপ-সচিব (কলেজ)। বাংলাদেশের রাজনীতির বাস্তব ধারা অনুসারে একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়, কমিটিতে মন্ত্রী মহোদয়গণের উপস্থিতি ওই পদগুলোতে পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করবে। দলীয়করণ উৎসাহিত হবে। সামগ্রিকভাবে সার্বিক প্রক্রিয়া তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

বর্তমান নীতিমালাতে 'আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' সৃষ্টির যে বিধান করা হয়েছে তা বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি করবে। এমনিতেই শিক্ষাবোর্ডের ওপর অর্পিত দায়িত্ব বোর্ড সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে না। তার ওপর বদলি ও পদায়নের ন্যায় বাড়তি দায়িত্ব সমগ্র প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তুলবে। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির যে অভিযোগ বোর্ডগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে সে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে। 'আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' মূলত স্থানীয় পর্যায়ে একটি কোটারি স্বার্থ সংরক্ষণ সংগঠনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে গঠিত বদলি ও পদায়নের কমিটিতে স্থানীয় জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে এর প্রয়োজনীয়তা অস্পষ্ট। এছাড়া শিক্ষাবোর্ডগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন করবে— তা বোধগম্য নয়।

সরকারি কলেজে পদায়ন ও বদলি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সরকার যদি প্রকৃত অর্থে উদ্যোগী ও আন্তরিক হয় তবে নতুন নীতিমালার ত্রুটিগুলো বাস্তবতার নিরীখে সংশোধন করতে হবে নতুবা এ ত্রুটিপূর্ণ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যাকে আরও বেশি জটিল করবে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। এটাই প্রত্যাশা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সরকারি কলেজে কর্মরত
জনৈক শিক্ষক।